ধা রা বা হি ক

নিবেদিতার পত্রাবলি

অনুবাদ :
প্রব্রাজিকা জ্ঞানদাপ্রাণা

ভগিনী নিবেদিতা একশো পঁচিশ বছর আগে বাগবাজারে ১৬ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে স্থানীয় মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী সেই বাড়িতে ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮ শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। উপস্থিত ছিলেন স্বামীজী এবং তাঁর কয়েকজন গুরুভাই। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় সংস্কৃতি বজায় রেখে দেশের মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন শিক্ষাব্রতী তৈরি করা, যাতে পরবর্তী কালে তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুরূপ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেশের মেয়েদের জাতীয় ঐতিহ্যবাহী অথচ আধুনিক শিক্ষা দিতে পারবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল কয়েকজন স্থানীয় মেয়ে, অর্থাৎ শিশুরা স্কুলে আসে কয়েক ঘণ্টার জন্য। কিছুদিন পর আট-দশ বছরের মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায়; তারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাস পরেই স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেন, এভাবে স্কুল চালানো বৃথা পরিশ্রম। দশ-বিশ জন ছাত্রীকে আবাসিক রেখে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তিনি নিজে একশোজন মেয়ে জোগাড় করে দিতে পারেন তাঁর পরিচিত মহল থেকে—কিছু বিধবা, কিছু ব্রাহ্ম। কিন্তু আবাসিক রাখতে গেলে স্থায়ী তহবিলের প্রয়োজন। ভারতে অর্থসংগ্রহ অসম্ভব, তাই এজন্য নিবেদিতাকে বিদেশে যেতে হবে। তখন কিন্তু নিবেদিতা রাজি ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর হাতে যা অর্থ আছে তা দিয়ে ছয় মাস চালিয়ে নিতে পারবেন; মি. মোহিনী মোহন মাসে পনেরো টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে একটি ছাত্রী—সন্তোষিণীকে তিনি নিজের কাছে রেখে (আবাসিক) শিক্ষিত করে তুলতে পারবেন। যেহেতু মেয়েটির মা-বাবা ভক্ত; বিশেষত তার মা শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাই তার ক্ষেত্রে এটি সম্ভব ছিল। কিন্তু আরও তিন মাস পরে নিবেদিতা নিজেই বুঝলেন, তাঁর বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এভাবে সফল হবে না। তিনি ২১ মে ১৮৯৯ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন, ‘‘My place is to train Educational missionaries. For this I must have their whole lives in my hand.’’ অর্থাৎ ‘‘আমার কাজ শিক্ষাব্রতীদের তৈরী করা; তার জন্য

সহ সম্পাদিকা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন

তাদের সম্পূর্ণ জীবন আমার নিয়ন্ত্রণে থাকা চাই।" অতএব স্থায়ী তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ প্রয়োজন; তার জন্য স্বামীজীর কথামতো তাঁর বিদেশে—বিশেষ করে আমেরিকায় যাওয়া দরকার। স্বামীজী নিজেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাই নিবেদিতাকে তাদের সঙ্গে যেতে আহ্বান জানালেন। সেইমতো ২০ জুন ১৮৯৯ তাঁদের জাহাজযাত্রা শুরু হল। ইংল্যান্ড হয়ে আমেরিকা। আমেরিকায় থাকাকালীন অর্থসংগ্রহের জন্য নিবেদিতা নানাভাবে চেষ্টা করেন। স্বামীজীর অনুরাগীদের নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়—Ramakrishna Guild of Help in America; তার প্রেসিডেন্ট হন মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট আর সেক্রেটারি হন মিসেস ওলি বুল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই Guild-এর সদস্য হন। অর্থ-সংগ্রহের জন্য কয়েকটি সভার আয়োজন হয়, সেখানে নিবেদিতা তাঁর বক্তব্য রাখেন। সভাশেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকত। এই Guild-এর পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় : The Project of Ramakrishna School for Girls, Calcutta, India। পুস্তিকার বিষয়বস্তু নিবেদিতা লিখে দেন আর তার শেষ অংশে মুদ্রিত হয় এরকম আটটি প্রশ্ন ও নিবেদিতার দেওয়া উত্তর।

মি. লেগেটের বদান্যতায় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তার আগে ও পরে সেই সংক্রান্ত নিবেদিতার লেখা মোট চারটি চিঠি তাঁর পত্র সংকলনে পাওয়া যায়। এভাবে মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে অর্থসংগ্রহ নিবেদিতার মনঃপূত ছিল না। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে তিনি চেয়েছিলেন প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে—পুস্তক প্রকাশ আর বক্তৃতাদানের মধ্য দিয়ে। আমেরিকায় বসে এজন্য লিখলেন 'Kali the Mother'। ইচ্ছা ছিল ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনিগুলি 'Cradle Tales of Hinduism' নামে প্রকাশ করবেন। সেটি ওদেশের শিশুদের পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হলে তাঁর ভারতীয় কাজের প্রয়োজনীয় অর্থ উঠে আসবে।

৪ এপ্রিল চিঠিটি নিবেদিতা লিখেছেন মিস ম্যাকলাউডকে।

প্রযত্নে মিসেস এভারেট
১০২৯ নর্থ ক্লার্ক স্ট্রিট,
শিকাগো
বুধবার সকাল ৪।৪।১৯০০

প্রিয় য়ুম য়ুম,

আমার পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি আর মি. লেগেটকে একখানি চিঠি লেখা এইমাত্র শেষ করলাম।

আমি জানি না তুমি এই মলাটটি অনুমোদন করবে কী না। যদি কর, হয়তো এস সারা মি. লয়েডের অনুমতি নিতে পারেন তাঁর নামটি ভাইস প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যোগ করে নিতে; মি. বা মিসেস জোসেফ থর্পকেও বলা যায় কি? আর কোনও পদে? ইতোমধ্যে এখানে দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আর প্রুফটা আমার হাতে আসার আগে আশা করি নামগুলির তালিকা তৈরি হয়ে যাবে। যদি নাও হয়, আমি প্রফেসর গেডেসের ছোট circular-এ দেখেছি কিছু জায়গা ছেড়ে রাখা যায়—দরকার হলে মলাটটি আবার ছাপিয়ে নেওয়া সহজ। আমি মিস থার্সবিকে জিজ্ঞাসা করিনি—এস সারা কি তা করবেন যদি তাঁকে দেখতে পান?

মলাটের রং ইত্যাদির ব্যাপারে আমি শিকাগো ইনস্টিটিউটের একটি প্রসপেকটাস সারাকে পাঠাচ্ছি। আমার ধারণা মলাট এইরকম সাদামাটা হবে, কেবল ধূসর রঙের বদলে সাধারণ ব্রাউন

পেপার রং। খসখসে ধার ভাল, সুন্দর ঠিকই—কিন্তু ওইরকম শক্ত ভাল কাগজ ব্যবহার করার কোনও কারণ নেই। ধারগুলি পরিষ্কার কাটা থাকলেই হল। আমি ভেবেছি অক্ষরবিন্যাস এইরকম হবে। মুদ্রকের নাম ভিতরে নিচের দিকে থাকবে।

মি. লেগেট এইগুলি জিজ্ঞাসা করছিলেন আর আমি তাঁকে বলেছি। তিনি কিন্তু ভুলে যেতে পারেন অথবা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। তা যদি হয়, তুমি যা ভাল বোঝো তাই করো। আমি এইসব বলছি যদি তুমি জানতে চাও। আমার মনে হয় এইসব তুচ্ছ ব্যাপারগুলির একরকম গুরুত্ব আছে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তোমার সংক্ষিপ্ত চিঠি পেয়ে আনন্দিত। মিসেস মেলটন তাঁর ভ্রমণ কতকটা উপভোগ করবেন! আমি আশা করছি মি. লেগেট ভাল আছেন।

তোমাকে কর্নেল পার্কারের চিঠিখানি পাঠাচ্ছি আর মিস গ্রিনস্টাইডেলেরও। শেষেরটা তোমাকে আনন্দ দেবে মি. ফাঙ্কির ব্যাপারে। কিন্তু আগেরটার সম্পর্কে আমি বলতে চাই কত গভীরভাবে আমি দুঃখিত যে সন্তোষিণীর পরিবর্তে আর কাউকেও দিতে পারছি না, তবু আমার মনে হয় সেটা তাঁকে লিখে জানানো উচিত।

এস. সারা বাস্তবিকই একজন দেবদূত; তিনি মি. লয়েডের সঙ্গে কনকর্ড-এ আমার যাওয়ার কথা ভাবছেন। ভাবতে পারছি না এমন মহনীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। আমি তাঁকে অ্যাপারসনের চিঠিটা পাঠাচ্ছি। তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবেন।

সোমবার সকালে মিসেস অ্যাডামকে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম। আর আজ বিকেল সাড়ে তিনটেয় একটি বক্তৃতা দিতে যেতে হবে। এখন বেলা একটা।

আজ সন্ধ্যায় আমি মিসেস লেগেটকে একখানি চিঠি লিখব ঠিক করেছি—বেশ একটু গল্পগাছা করে—একজন অসুস্থ মানুষকে যেমন চিঠি দেওয়া উচিত তেমন করে—সহৃদয়, মেয়েলি কথায় ভরা একটি চিঠি।

সেই তিনটি সাদা লিলি ফুল সুন্দর উজ্জ্বল রয়েছে। আমার ইচ্ছে করে তুমি যদি দেখতে পেতে—আজ সকালে সেগুলি পূর্বদিকে মুখ করেছিল বড় বড় আলোকময় পেয়ালার মতো; সেগুলি তোমার পায়ে অর্পিত।

তুমি কি পরের সপ্তাহে যাচ্ছ? এক্ষুণি তোমার চিঠি এল। রাজার চিঠিটা খুলেছ নিশ্চয়। এখনও আমি হাসছি তাঁর সংশয়ের জন্য। যাক, সব ঠিক হয়ে গেল, খুব কৃতজ্ঞ আমি।

অতিপ্রিয় মার্গট

একইদিনে নিবেদিতা মি. লেগেটকেও লিখেছেন।

প্রিয় মি. লেগেট,

এতদিনে আমার ছোট পুস্তিকার পাণ্ডুলিপির পুনর্লিখন শেষ হল। আর আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব আপনি এর বর্তমান কলেবরটা অনুমোদন করবেন কী না তা জানার জন্য।

এই কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিসেস লেগেট এবং আপনাকে ফর্মাল চিঠি লেখার চেষ্টা আমি করিনি। কারণ আমি অনুভব করলাম, আপনাদের দুজনকে জানানোর মতো যেকোনও ধন্যবাদের চেয়ে (আপনার বদান্যতা অবশ্য ধন্যবাদের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান) আমার এই প্রথম কর্মপ্রচেষ্টা যথাসময় সফল হলে আপনাদের দুজনকেই অনেক বেশি তৃপ্তি দেবে।

আপনি আমার পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাকে স্বচ্ছদৃষ্টি ও আশা জুগিয়েছেন যা সবরকম স্বীকারোক্তির অনেক ঊর্ধ্বে।

আশা করি গত শনি-রবিবারের তুলনায় সোমবার সকাল থেকে ভাল বোধ করছেন। আমি

ভয় পাচ্ছিলাম আপনি কোনও রোগের আক্রমণে যদি পড়ে যান! আপনার এবং আপনার নিকটস্থ সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

আপনার চিরবিশ্বস্ত চিরকৃতজ্ঞ
মার্গট

১০৩৮ নর্থ ক্লার্ক স্ট্রিট,
শিকাগো
২০ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মিসেস ফ্রান্সিস লেগেট,

আপনার আনন্দদায়ক চিঠিখানি পেয়েছি আর আশ্বস্ত হয়েছি যে সেই বৈদ্য (Bab) আপনার পায়ের চিকিৎসার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সেই ভদ্রলোকের চমৎকার বিবেচনা আছে। দেখা যাচ্ছে কেউ না কেউ ভাবছে আপনাকে বাঁচানোর প্রয়োজন!!

পুস্তিকার প্রুফও এসে গেছে; সুন্দর হয়েছে, আমার মনে হয় বিশেষ করে শিরোনামগুলি যে-অক্ষরে ছাপা হয়েছে। পুস্তিকার শেষ অংশে মিসেস পাসমোরের প্রশ্নগুলি দেখে যুগপৎ আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছি; কারণ য়ুম এর আগে এই বিষয়ে আপনার মতামতের কথা কিছু বলেনি।

আমি দেখছি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আপনি ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের নামটি, যা পাণ্ডুলিপিতে আছে, তা বাদ দিয়েছেন। আপনি জানেন হিন্দু হিসাবে তাঁর নাম ব্যবহার করার অনুমতি আমি নিইনি—যখনই কোথাও ছাপা হয় তখন তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলে। আর আমি জানি না তিনি তাঁর ব্রতগ্রহণ ইত্যাদির কথা প্রকাশ করাটা পছন্দ করবেন কী না। আপনি এই ব্যাপারে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবেন—আমরা 'একজন ইংরেজ সেনা আধিকারিক' কথাটার পরিবর্তন করব কী না। তিনি অবশ্য আপনাকে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁকে একজন ভারতীয় বলে উল্লেখ করতে। তাই আপনি যদি যেকোনওভাবে তাঁকে ও প্রিয় মিসেস সেভিয়ারকে আমাদের তালিকাভুক্ত করতে পারেন আমি খুব খুশি হব।

আমার ইচ্ছা হয় মিসেস এভারেট কত ভাল বন্ধু হয়ে উঠেছেন সেটা আপনাকে জানাতে। গতকাল তাঁকে মহিলা ক্লাবের অধ্যক্ষা মিসেস ফ্লাওয়ারের সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছিল আর সেখানে আমার নাম উল্লেখ করা হল। মিসেস ফ্লাওয়ার বলে উঠেছিলেন, 'কী অবাস্তব পরিকল্পনা তাঁর!' (আমি এর আগে মিসেস ফ্লাওয়ারের সঙ্গে Transvaal ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আলাপ করিনি। এ-বিষয়ে তিনি সপ্রতিভ।) 'মিসেস হেল এবং তাঁর বন্ধুরা সকলে এটাকে অবাস্তব বলে মনে করেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মিস নোবল ইত্যাদি ইত্যাদি...'।

তাই মিসেস এভারেট বাড়ি ফিরে আমাকে বললেন এবং জোর করলেন যে তিনি মিসেস ফ্লাওয়ারকে লিখবেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। ভাবা যায়, এইসব মেয়েদের মতো কেউ সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে এতটা ক্ষতি করতে পারে!

তবু আমি যদি বাস্তবিকই এইরকম মত যারা পোষণ করছে তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই, যদি তারা আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝতে পারে, তাহলে তারা অনেক বেশি আগ্রহ দেখাবে। অন্য কোনওভাবেই তা হতে পারে না। ফলে এটি একটি সাহায্যের রূপ নিতে পারে। 'বিভিন্ন প্রক্রিয়া যৌথভাবে ফলপ্রসূ হয়'—এটা একটা ভাল দৃঢ় ধারণা।

ইতিমধ্যে মিসেস কুনলিওয়ার্ড একশো ডলার দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, হাজার ডলার নয়! তবু সেটি অপূর্ব, তাই না! আর আমি জানি আপনি এতে খুশি হবেন।

আমি কখনও এমন কঠিন কাজ করিনি যেমন এই গল্পগুলি লেখা। তারপর ভাবুন! আজ আমার সামনে রয়েছে বুদ্ধের সম্পর্কে যা জানি তা কাগজে

কলমে লেখার কাজ! এ যেন একটি Tumbler-এর তলায় রামধনুকে ঢোকানোর চেষ্টা। আমি এ-পর্যন্ত পাঁচটি গল্প লিখেছি। তার মধ্যে পৃথ্বীরায়েরটি (পৃথ্বীরাজ) মি. ওয়াটারম্যানের পছন্দ হয়েছে। তিনি উচ্চতম মান ধরে রাখার ব্যাপারে নিখুঁত। কিন্তু এতে প্রত্যেকটি গল্প মনে হয় যেন অন্তহীন। আমি এখানকার গ্রন্থাগারে সংস্কৃত বইগুলির ডজন ডজন অনুবাদ দেখতে পেয়েছি। এগুলির মধ্যে কয়েকটির যথার্থ সোন্দর্যের কথা স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি। ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকম্' খুব সুন্দর। অনুবাদ করেছেন একজন ইংরেজ ধর্মযাজক। আর, একটি আমেরিকান গ্রন্থাগারে একজন ছাইমাখা যোগীর মনে শিবারাধনার আগুনকে জ্বালিয়ে রাখার মতো ইন্ধন জোগাতে পারে এ-বই—কী অদ্ভুত! কিন্তু মজার বিষয়—যা আমি এ-পর্যন্ত পেলাম—স্যার রিচার্ড বার্টনের লেখা 'Vikram and the Vampire'। আমি নিশ্চিত নই এটি ভদ্রসমাজে পড়ার উপযুক্ত কী না। 'In His Step' বইয়ে ধার্মিকতা আর M Zola-র দুষ্টুমির মধ্যে বিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে যে-নায়িকা তার স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনেই দেহত্যাগ করে, তার 'অদ্ভুত রকম মানসিকতা ছিল'—এই মন্তব্য বাস্তবিকই অদ্ভুত।

যাহোক বইগুলির কথা বলতে গিয়ে সেদিন রাত্রে মিসেস কুনলিওয়ার্ডের বাড়িতে সাহিত্য ব্যবসায় যুক্ত একজন যাত্রীর সঙ্গে দেখা হল। মনে হল তিনি মুদ্রণ বিষয়ে অনেক কিছু জানেন। আর উইলিয়াম মরিসের একখানা বই হাতে নিয়ে আমি Elbert Hubbard-এর কথা বললাম। তিনি বললেন, E. Hubbard মানুষ হিসাবে খুব ভাল, কিন্তু মুদ্রক হিসাবে নিম্নতম। যখন উইলিয়ম মরিস ছাপার কাজ করতে চাইলেন তখন তিনি অক্ষর, কালি, যন্ত্রপাতি, কাগজ—এসবের ইতিহাস পড়াশোনা করলেন। শব্দগুলির মাঝখানে কতটা ফাঁক রাখতে হবে তা সঠিক শিখে নিলেন; ধৈর্য ধরে পঙ্‌ক্তিগুলি সোজা রাখা, সমান ফাঁক দেওয়া ইত্যাদি পদ্ধতি রপ্ত করে নিলেন। তাঁর ডিজাইনগুলি তাঁর এই জ্ঞানের ফলশ্রুতি। ফলে উনি যদি কিছু তৈরি করতেন তা কেবল মৌলিক নয়, তা মুদ্রণ ব্যবসার সর্বোৎকৃষ্ট পরম্পরার সঙ্গে মিল রেখে চলত। তিনি একজন মহান কর্মী। এই দিকটা E. Hubbard পুরোপুরি এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরা সবাই নকশা করতে পারি ঠিকই—তা বলে এই নকশাগুলি যে-কারও কাছ থেকে এলোমেলো-ভাবে সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের জন্য ছাপা চলবে না। E. Hubbard-এর দরকার যথার্থ কারিগরি বিদ্যালাভ।

আমার বোধ হল এ-সমস্ত আলোচনা আমার কাছে এক শিক্ষা। কাজের মর্যাদা, যা তৈরি করতে হবে, তার জন্য চাই অক্লান্ত পরিশ্রম যাতে সেটি নিখুঁত হয়। এই গুণটাই রামকৃষ্ণ স্কুলে আমাদের দেখাতে হবে। নাহলে সবই বৃথা। সস্তা কারুশিল্প, নিম্নমানের হাতের কাজ—এগুলি অসহ্য, তাই না? ক্রমান্বয়ে এক-একটা বিষয়ের সূচনা করতে হবে আর তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

আপনার কাছ থেকে চলে আসার পর থেকে আমি সংগঠনের প্রশ্নগুলি গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম। আমি আরও আরও নিশ্চিত হচ্ছি যে কেউ নিজের সফলতা বা বিফলতার জন্য নিজে একা দায়ী হয় না। সে অন্যদের সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। মানুষ যা করতে পারে না তা করতে পারবে না। দুটি জিনিস প্রভাবের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দেয়—মূল ভাবনার বিরাটত্ব, আর প্রচারকদের ব্যক্তিত্ব।

ধর্মগুলির মধ্যে এসব ব্যাপার বিরাট আকারে থাকে। খ্রিস্টান চার্চের ইতিহাসে আমরা লক্ষ করি অল্পসময়ে কোনও ভাবান্দোলনের স্পষ্ট মূল্যায়ন করা যায় না। খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠার তিন বছরের

মধ্যে চরম বিফলতা ও মূল চরিত্রের (যিশুখ্রিস্টের) অমর্যাদাই পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এর পাঁচটি শতাব্দীর পর আমরা দেখতে পাই খ্রিস্টধর্মের রাজকীয় সম্মান ও রাজার উপর আশীর্বাদ প্রদর্শন।

এ থেকে যে-নীতি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে : 'Alice in Wonderland'-এ ডাচেস ভালবেসে অ্যালিসের বাহুতে বাহু দিয়ে বলছেন, 'বস্তুগুলির উপর বিশ্বাস রাখো—কখনও নিজের (অহংকারের) উপর নয়।'

আমার মনে হয় প্রিয় য়ুম আজ ততটা খুশি নয় যতটা আমরা। কিন্তু আর কিছুদিন পরে সে আইরিশ তীরে পৌঁছবে, আর তার মানে দুশ্চিন্তার অবসান।

দয়া করে আমার ভালবাসা আর ধন্যবাদ জানাবেন মি. লেগেটকে। আপনাকে বা তাঁকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানানোর চেষ্টা বৃথা।

আশা করি আপনার পায়ের অবস্থার বাস্তবিকই উন্নতি হচ্ছে। আর আপনি রওনা হওয়ার আগে ভাল হয়ে যাবেন। ড. ভ্যানফোর্থের কথার গুরুত্ব দেওয়ার কোনও কারণ আমি দেখি না, যেহেতু তিনি সেই সূচের কথা [সম্ভবত সূচ দিয়ে কোনও চিকিৎসা] ভাবেননি যা মিসেস মেলটন করেছিলেন।

সদাই আপনার প্রীতিভাজন
মার্গট

১০৩৮ নর্থ ক্লার্ক স্ট্রিট
শিকাগো
শনিবার, সকাল
২১ এপ্রিল, ১৯০০

প্রিয় মি. লেগেট,

বইটা দারুণ হয়েছে। আপনাকে বলতে পারছি না কতখানি আমার পছন্দ হয়েছে। স্বপ্নেও ভাবিনি এত সুন্দর হবে।

যা হোক, আপনি কি ভেবেছিলেন—তাঁর মাপ, রং, অক্ষরবিন্যাস, মার্জিন—সমস্তটা এমন নিখুঁত হবে? আমি কিন্তু এভাবে 'লেখা' বাড়াতে চাইছি না। নাহলে সমস্ত চিঠিখানি ভরে ফেলব আমার আনন্দের উচ্ছ্বাসে আর সমর্থনে। আমি এতটাই আনন্দিত হয়েছিলাম যে তখনই মিসেস এভারেটের বাড়ি ছুটলাম—নিজের চাবিটা পর্যন্ত ভুলে ফেলে, তাঁকে বইখানি দেখাতে। তিনিও আমারই মতো খুশি হয়েছেন, বিশেষ করে বইয়ের রংটা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বললেন সে-রং কেমন 'রোব'কে (Robe) মনে করিয়ে দেয়! আমি আর কী বলব? দাঁড়ান, আমি এই কথাটা মিসেস লেগেটের চিঠিতে লিখব—আপনি সেখানে দেখতে পাবেন।

আপনি এবার কি বুঝছেন কেন একজন আনন্দে এত গরমবোধ করে! কিন্তু আহা, আপনি বুঝতে পারছেন আমি কতখানি খুশি হয়েছি।

বেদান্ত সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্টের উচ্চ পদ থেকে আপনি উল্টে পড়েছেন; সেটা আমার কাছে কোনও বিরাট ব্যাপার মনে হচ্ছে না যাতে আপনার 'ভাঙা হাড়গুলির' খবর নিতে হবে। এটাও বোধ করি না যে আমি বাস্তবিকই নিজেকে আপনার যথার্থ বন্ধু বলে প্রমাণ করার সুযোগ পেলাম না। ভগবান করুন আপনার এমন প্রয়োজন না হোক যাতে আমি প্রমাণ করতে পারব আমি 'যথার্থ বন্ধু'।*

বিশ্বাস করি মিসেস লেগেটের হাঁটু সেরে উঠছে।

ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আপনাদের সকলের প্রতি।

সদাই আপনার
মার্গট

ক্রমশ

* 'A friend in need is a friend indeed'—এই প্রবাদটি স্মরণ করে নিবেদিতা একথা লিখেছেন।